আইনের কথা

হিন্দু পারিবারিক আইন

হিন্দু আইনে বিয়ে কী?

হিন্দু আইনে বিয়ে একটি ধর্মীয় আচার। হিন্দু বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীরূপে দু'জন নর-নারীর একত্রে বসবাস করা বা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করা।

বিয়ে কত প্রকারের হতে পারে?

প্রাচীন হিন্দু সমাজে অনেক ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে দুই ধরনের বিয়ে প্রচলিত আছে। বিয়ে দুটি হলো, ব্রাহ্ম বিয়ে ও আসুর বিয়ে।

ব্রাহ্ম বিয়েঃ

বাবা কোনো বেদজ্ঞ (বেদ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে) সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে এনে উপহার সামগ্রীসহ মেয়েকে সম্প্রদান করতেন এবং এই ধরনের বিয়ে আগে কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখন বাংলাদেশের প্রায় সব শিক্ষিত পরিবারে এই ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে। এই বিয়েকে সাধারণত দানে বিয়ে বলে। এই বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক দাবি করলে বিয়ের উপাদান নষ্ট হয়।

উদাহরণঃ সমীর চক্রবর্তী ২৭ বছরের যুবক। সমীরের বিয়ে ঠিক হলো। এই বিয়েতে কথিকার বাবা ১০ ভরি স্বর্ণ উপহার হিসেবে কথিকাকে প্রদান করেন এবং শুভদিনে কথিকা ও সমীরের বিয়ে হয়ে যায়। এটি হলো একটি **ব্রাহ্ম বিয়ে**।

ব্রাহ্ম বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক দাবি করলে বিয়ের উপাদান নষ্ট হয়

আসুর বিয়ে:

এই বিয়েতে বরের কাছে মেয়ের বাবা মেয়ের মূল্য দাবি করেন এবং বর নির্ধারিত মূল্য দিয়ে কনেকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। গরিব অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসুর বিয়ের প্রচলন আছে। বিয়ে ঠিক হয়, তখন বরের ওপর দায়িত্ব অর্পণ হয় কনের পিতাকে কিছু দেয়ার। এরকম বিয়েকে **আসুর বিয়ে** বলে।

হিন্দু বিয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি কী কী?

হিন্দু বিয়ে একটি ধর্মীয় আচার। এজন্য হিন্দু বিয়ের বৈধতার জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তাবলি হচ্ছে:

ক. বয়স

১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দ্বারা হিন্দু বিবাহে পাত্রের বয়স ২১ এবং কন্যার বয়স ১৮ বছর বেঁধে দেয়া হয়েছে।

খ. সম্মতি

বর ও কনের সম্মতি বিয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বিয়েতে বর ও কনের সম্মতি থাকতে হবে।

গ. আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন

বিয়ের ক্ষেত্রে নিচের আচার-অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়:

১. যজ্ঞ বা কুশণ্ডিকা

যজ্ঞ বা কুশণ্ডিকা হচ্ছে পবিত্র আগুনের সামনে পুরোহিত দ্বারা বর এবং কনেকে বেদমন্ত্র পাঠ করানো।

২. সপ্তপদী

সপ্তপদী হচ্ছে পবিত্র আগুনের চারদিকে বর ও কনেকে সাত পাক ঘোরানো। এই সময় পুরোহিতের মাধ্যমে বর কনেকে মিলিতভাবে দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অঙ্গীকার করানো হয়। সাত পাক ঘোরা মাত্র বিবাহ আইনত সম্পন্ন হয়ে যায়। হিন্দু বিয়েতে এই দুটি অনুষ্ঠান অবশ্যই পালন করতে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর বর্ণ

হিন্দু আইনে বৈধ বিয়ের পক্ষগুলো অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীকে অবশ্যই একই বর্ণের হতে হতো। নিম্ন এবং উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একজন উচ্চ বর্ণের পুরুষ একজন নিম্নবর্ণের নারীকে বিয়ে করতে পারতেন। **১৯৪৬ সালের হিন্দু বিয়ে (অসমর্থতা দূরীকরণ)** আইন পাস হওয়ার পর বিভিন্ন বর্ণের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে সব বাধা দূর হয়েছে। এখন যে কোনো বর্ণের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। এতে আইনত কোনো বাধা নেই।

হিন্দু বিয়ের আইনগত ফলাফল কী কী?

১. বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বৈধভাবে বসবাসের অধিকারী হন।
২. বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর অভিভাবক হন।
৩. বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রীকে একই সাথে বসবাস করতে হয়। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদায় কাছে রাখা এবং তাকে পারিবারিক মর্যাদা দেয়া। স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারিণী হন।
৪. বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে সীমিত মালিকানার অধিকারী হয়, তবে উত্তরাধিকারী হন না। অর্থাৎ স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে সীমিত মালিকানার অধিকারী হবেন, যা তিনি জীবিতকাল পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন;

বিয়েতে বর ও কনের সম্মতি থাকতে হবে

কিন্তু বিক্রয়, দান, রেহেন, বন্ধক বা এ ধরনের কোনো হস্তান্তর করতে পারবেন না।

উদাহরণ: সৌমিত্র মারা যাওয়ার সময় ২ ছেলে এবং স্ত্রী মিনতিকে রেখে যান। বিধবা মিনতি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি স্বামীর সম্পত্তি শুধু ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি মিনতির নিজের উত্তরাধিকারীদের কাছে যাবে না, যাবে সৌমিত্র অর্থাৎ তার স্বামীর উত্তরাধিকারীদের কাছে।

বিধবা বিয়ে

১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হওয়ার পূর্বে বিধবারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারতেন না এবং যদি দ্বিতীয় বিয়ে করতেন তাহলে বিয়ের ফলে কোনো সন্তান জন্মালে তা বৈধ হতো না।

কী কী বিষয় ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

১. হিন্দু বিধবাদের বিবাহ বৈধকরণ

কোনো বিবাহিত হিন্দু নারীর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে উক্ত বিধবা নারী পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন এবং এই বিয়ের ফলে যদি কোনো সন্তান জন্মলাভ করে তবে সে সন্তান বৈধ সন্তান বলে বিবেচিত হবে।

২. পুনর্বিবাহের কারণে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার বিলুপ্তি

বিধবার পুনরায় বিয়ে হলে সে তার পূর্ব স্বামীর কাছে আইনের দৃষ্টিতে মৃত বলে গণ্য হয় এবং সে কারণে পুনর্বিবাহের ফলে তার প্রাক্তন স্বামীর সম্পত্তির ওপর থেকে তিনি অধিকার হারান।

৩. বৈধ বিবাহের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

কুমারী মেয়ের বিয়ের সময় যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়, বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

এখন যে কোনো বর্ণের মধ্যে বিয়ে হতে পারে

৪. সম্মতি

বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে। ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ আইনের বিধান ভঙ্গ করলে ১ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

ভরণপোষণ

বৈধ অভিভাবকগণ কর্তৃক তাদের অধীনস্থ পোষ্যদের রক্ষণাবেক্ষণের আইনগত বাধ্যবাধকতাকে ভরণপোষণ করা হয়। অর্থাৎ ভরণপোষণ বলতে পরিবারের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাকে বোঝায়। হিন্দু আইনের বিধান হচ্ছে, একজন হিন্দু পুরুষ তার সামর্থ্য থাক আর না থাক স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

ভরণপোষণ কে কে পেতে পারেন?

হিন্দু আইনের নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ তাদের অভিভাবক এবং নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী:

১. **পুত্র:** বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনানুযায়ী দায়ভাগ মতে নাবালক পুত্রের ভরণপোষণ দেয়া পিতার জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু পুত্র সাবালক হয়ে গেলে এ দায়িত্ব আর তার থাকে না।

২. **অবিবাহিত কন্যা:** কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতা কন্যার ভরণপোষণের জন্য আইনত এবং নীতিগতভাবে বাধ্য। কন্যা সাবালিকা হলেও এ দায়িত্ব বহাল থাকে। পিতার মৃত্যুর পরও পিতার সম্পত্তি থেকে সে ভরণপোষণ পাবে।

কোনো কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হলে এবং তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে বাবা নীতিগতভাবে ঐ কন্যারও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন।

বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে

৩. পিতা-মাতা: পুত্র তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

৪. স্ত্রী: ভরণপোষণ দেয়ার সঙ্গতি থাক বা না থাক হিন্দু স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ অবশ্যই দেবেন।

৫. বিধবা: হিন্দু বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ না করলেও আজীবন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. অযোগ্য উত্তরাধিকারী: অক্ষমতা ও অযোগ্যতার কারণে কোনো অংশীদার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও তারা অবশ্যই ভরণপোষণ পাবে। যে বা যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে তাদেরই দায়িত্ব হবে অক্ষমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার।

৭. বোন: বোনের ভরণপোষণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নেই, তবে হিন্দু পুরুষ তার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকলে সেই সম্পত্তি থেকে বোন ভরণপোষণ পাবেন।

৮. বিমাতা: বিমাতাকে ভরণপোষণ দেয়ার কোনো ব্যক্তিগত দায় নেই। কিন্তু পিতা যেহেতু তাকে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য ছিলেন, সেজন্য পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করলে সেই সম্পত্তি থেকে পুত্র বিমাতাকে ভরণপোষণ দেবেন।

বিয়ে বিচ্ছেদ ও স্ত্রীর ভরণপোষণ

বাংলাদেশের হিন্দু আইনে বিয়ে বিচ্ছেদ হয় না। বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনে বিবদমান দম্পতি

সঙ্গতি থাক বা না থাক হিন্দু স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ অবশ্যই দেবেন

বড়জোর ১৯৪৬ সালের **"বিবাহিতা নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ আইনের"** অধীনে মামলা দায়ের করে আদালতের রায়সাপেক্ষে একে অপরের কাছ থেকে পৃথকভাবে বসবাস করতে পারেন। এক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকেও স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একজন বিবাহিত হিন্দু নারী তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকেও ভরণপোষণ পেতে পারেন?

১. স্বামী যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকেন;
২. স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন;
৩. স্বামী যদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন;
৪. স্বামী যদি স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিয়ে করেন;
৫. স্বামী যদি গৃহে রক্ষিতা রাখেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য, ভারতে **১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন** পাস হওয়ার ফলে স্বামী-স্ত্রী যে কোনো নির্দিষ্ট পক্ষ সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণে আদালতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করলে আদালত তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হলো বলে ঘোষণা দিতে পারেন। তবে এ বিধান বাংলাদেশে প্রয়োজ্য নয়।

নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব

নাবালক কাকে বলে?

১৮ বছরের নিচে বয়স হলে তাকে বলে নাবালক। **১৮৭৫ সালের ভারতীয় সাবালকত্ব আইন** পাস হওয়ার পর থেকে ১৮ বছর পূর্ণ হলেই প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালক বলে ধরা হয়।

অভিভাবক বলতে কী বোঝায়?

যারা শিশু বা নাবালক তারা অনেক বিষয়ে অক্ষম এবং নির্ভরশীল। সে কারণে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন একজনের প্রয়োজন, যার ছত্রছায়ায় তারা বেড়ে উঠতে পারে। মানুষ হতে পারে। ঐ ব্যক্তিকে আইনের ভাষায় অভিভাবক বলে। অন্যভাবে বলা যায়, অভিভাবক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি অন্য কারো দেহ বা সম্পত্তি অথবা দেহ ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।

অভিভাবক কত প্রকারের হতে পারে?

অভিভাবক তিন প্রকারের হতে পারে, যথা: স্বাভাবিক অভিভাবক, বাবা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক, অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন অনুযায়ী নিযুক্ত অভিভাবক।

স্বাভাবিক অভিভাবক: নাবালকের আইনগত অভিভাবক হলেন পিতা। পিতা জীবিত না থাকলে সন্তানের অভিভাবক হবেন মাতা।

বাবা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক: পিতা একজনকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করে গেলে উইলকৃত ব্যক্তির দাবি আগে।

অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন অনুযায়ী নিযুক্ত অভিভাবক: যখন কোনো নাবালকের মাতা-পিতা থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে আদালত সাধারণত নাবালকের নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজনকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করে থাকেন।

বাংলাদেশের হিন্দু আইনে বিয়ে বিচ্ছেদ হয় না

নারীর সম্পত্তি, বিধবার সম্পত্তি ও স্ত্রীধন

নারীর সম্পত্তি কী?

কোনো পুরুষ বা নারীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো নারী যে সম্পত্তি অর্জন করেন তাকে নারীর সম্পত্তি বলে।

কারা নারীর সম্পত্তির অধিকারী?

হিন্দু আইনে সম্পত্তির অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে, যিনি মৃত ব্যক্তির পিণ্ড দিতে পারেন। দায়ভাগ আইনে ৫ জন নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছে। তারা হলেন: বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মা, পিতামহী, প্রপিতামহী। এই নারীরা যখনই সম্পত্তি পান তারা ঐ সম্পত্তির সীমিত মালিকানা পান অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন শুধু ভোগ করতে পারবেন। তাদের মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তারা যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তার নিকট উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যায়।

সীমিত মালিকানায় পাওয়া এ সম্পত্তি কোনো নারী, আইন সঙ্গত ও বৈধ কারণ ছাড়া বিক্রি, দান বা কেনোরূপ হস্তান্তর করতে পারে না।

উদাহরণ: নিরঞ্জন নামের একজন হিন্দু ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় কন্যা কনিকা এবং এক ভাই সুরঞ্জনকে রেখে যান। নিরঞ্জনের সম্পত্তি তার কন্যা কনিকা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসেবে পুরোটাই পাবেন। কিন্তু সম্পত্তিতে স্বার্থ হবে সীমিত অর্থাৎ কন্যা মারা গেলে এই সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীরা পাবে না, এ সম্পত্তি চলে যাবে মৃত নিরঞ্জনের ভাই সুরঞ্জনের কাছে।

পিতা জীবিত না থাকলে সন্তানের অভিভাবক হবেন মাতা

বিধবার সম্পত্তি কী?

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী হন। এই সম্পত্তিকে **বিধবার সম্পত্তি** বলে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি স্বামীর নিকট উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যায়। অর্থাৎ বিধবা যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন কিন্তু হস্তান্তর করতে পারবেন না।

যদিও নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পান তা বিক্রি, দান বা কোনোরূপ হস্তান্তর করতে পারেন না; কিন্তু নিচের যে কোনো কারণে একজন হিন্দু নারী তার জীবনস্বত্বে পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। একজন হিন্দু নারী যার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছেন–

১. তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ কার্যের খরচের জন্য।
২. তিনি জীবিত থাকলে যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের কাজ করতেন তাদের মৃত্যুর পর তাদেরই শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজের খরচের জন্য।
৩. মৃত ব্যক্তির বকেয়া রাজস্ব ও ঋণ পরিশোধের জন্য।
৪. তার সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র নিতে হলে।
৫. তার পোষ্য ব্যক্তিদের ভরণপোষণ ও অবিবাহিত কন্যা, পৌত্রী ও প্রপৌত্রীদের বিবাহের খরচের জন্য।
৬. তার ব্যবসা চালু রাখতে গিয়ে যদি ঋণগ্রস্ত হয় তা পরিশোধ করতে হলে।

স্ত্রীধন কী?

হিন্দু আইনের একজন নারী উত্তরাধিকার সূত্র ছাড়া অন্য যে কোনোভাবে সম্পত্তি অর্জন করলে সেই সম্পত্তির ওপর তার পূর্ণ অধিকার জন্মায়। এই সম্পত্তি তিনি বিক্রি, দান, উইল বা হস্তান্তর করতে পারেন। একজন নারীর এইভাবে সম্পত্তি পাওয়াকে বলে **স্ত্রীধন**।

স্ত্রীধনের বৈশিষ্ট্য:

১. একজন নারী কুমারী অবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত যে কোনোভাবে সম্পত্তি অর্জন করুক না কেন তা **স্ত্রীধন** হবে।
২. বিধবা উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য যে কোনোভাবেই সম্পত্তি অর্জন করুক না কেন তা স্ত্রীধন হবে।
৩. একজন নারী বিবাহিত অবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত যে কোনোভাবেই সম্পত্তি অর্জন করুক না কেন তা স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য হবে।
৪. যদি কোনো নারীর ভরণপোষণের জন্য মাসোহারা বাবদ কোনো অর্থ বা সম্পত্তি দেয়া হয় তা তার স্ত্রীধন।
৫. স্ত্রীধন দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন।

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণয়ের জন্য স্ত্রীধনকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

যথা: শুল্ক, যৌতুক, অন্বাধেয়ক ও অযৌতুক।

শুল্ক: স্বামীগৃহে যেতে উৎসাহ দেয়ার জন্য কনেকে যে উপহার দেয়া হয় সেই উপহার সামগ্রীকে শুল্ক বলে।

শুল্কের উত্তরাধিকারী হবেন:

১. সহোদর
২. মা
৩. পিতা

হিন্দু মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে যখনই কোনো সম্পত্তি পান তারা ঐ সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পান

৪. স্বামী

যৌতুক: অপরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সব আত্মীয়স্বজনের কাছ হতে বিয়ের সময় বা দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় পাওয়া উপহার সামগ্রীকে বলে যৌতুক।

যৌতুকের উত্তরাধিকারী হবেন:

১. কুমারী কন্যা
২. বাগদত্তা কন্যা
৩. পুত্রবতী বা পুত্র-সম্ভবা কন্যা
৪. বিবাহিত বন্ধ্যা কন্যা, সন্তানহীনা বিধবা কন্যা (এরা একসাথে পায়)
৫. পুত্র
৬. দৌহিত্র।

অন্বাধেয়ক: পিতা বা নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে বিয়ের পর প্রাপ্ত উপহারকে বলে অন্বাধেয়ক।

অন্বাধেয়কের উত্তরাধিকারী হবেন:

অন্বাধেয়কের উত্তরাধিকারী ও যৌতুকের উত্তরাধিকারী একই; কিন্তু ২টি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে।

ব্যতিক্রম-১: যৌতুকের ক্ষেত্রে পুত্র বিবাহিত কন্যার পরে পান আর অন্বাধেয়কের ক্ষেত্রে পুত্র বিবাহিত কন্যার আগে সম্পত্তি পাবেন। নিম্নে দেখানো হলো:

১. কুমারী কন্যা ২. বাগদত্তা কন্যা ৩. পুত্রবতী বা পুত্র-সম্ভবা কন্যা ৪. পুত্র ৫. বিবাহিত বন্ধ্যা কন্যা, সন্তানহীনা বিধবা কন্যা (এরা একসাথে পায়) ৬ দৌহিত্র।

ব্যতিক্রম-২: কোনো হিন্দু নারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হবেন:

১. সহোদর
২. মা
৩. বাবা
৪. স্বামী

অযৌতুক: বিবাহিতা বা বিধবাদের অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি এর অন্তর্ভুক্ত।

অযৌতুকের উত্তরাধিকারী হবেন:

১. পুত্র এবং কুমারী কন্যা একত্রে সমানভাবে পাবেন
২. পুত্রবতী অথবা পুত্র-সম্ভবা কন্যা
৩. পৌত্র
৪. দৌহিত্র
৫. বন্ধ্যা বিবাহিত কন্যা এবং সন্তানহীনা বিধবা কন্যা একসাথে
৬. সহোদর
৭. মাতা
৮. পিতা
৯. স্বামী

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, স্ত্রীধন যদি শুল্ক যৌতুক, অযৌতুক কিংবা অন্বাধেয়ক হিসেবে উল্লেখ না থাকে তবে সেই স্ত্রীধন অযৌতুক হিসেবে গণ্য হবে অর্থাৎ কোনো হিন্দু নারী এরূপ স্ত্রীধন রেখে মারা গেলে তার স্ত্রীধনকে অযৌতুক ধরা হবে এবং অযৌতুকের উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তি পাবেন।

উদাহরণ: বিমলা মারা যাওয়ার সময় ১ লক্ষ টাকার স্ত্রীধন রেখে মারা যান। মারা যাওয়ার পর তার পরিবারে আছে তার স্বামী কমল, অবিবাহিত কন্যা অঞ্জলি ও পুত্র যতীন। এক্ষেত্রে বিমলার স্ত্রীধনকে

অযৌতুক ধরা হবে এবং পুত্র ও কন্যা মিলিতভাবে সম্পত্তি পাবে। স্বামী কমল কোনো সম্পত্তি পাবে না।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, কোনো নারী যদি উত্তরাধিকার সূত্রে স্ত্রীধন লাভ করেন সেই স্ত্রীধনও তিনি সীমিত মালিকানা পাবেন। তার জন্য সেটি স্ত্রীধন হবে না, সেটি নারীর সম্পত্তি হবে।

উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার এবং উত্তররাধিকারী কী?

একজন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ওপর জীবিত আত্মীয়স্বজনের যে অধিকার জন্মায় তাকে বলে উত্তরাধিকার। যারা এই অধিকার লাভ করে তারাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?

কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য যারা শ্রাদ্ধক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে তারাই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

শ্রাদ্ধক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য যেসব ক্রিয়াকাণ্ড করা হয় তাকেই শ্রাদ্ধক্রিয়া বলে।

শ্রাদ্ধক্রিয়ায় ৩টি ধাপ আছে

১. পিণ্ডদান: যব, ঘৃত, মধু, তিল, আতপ চাল, কলা, দুধ– এগুলো দিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি করা হয় তাকে বলে পিণ্ড। এই পিণ্ড মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে দান করা হয়। পিণ্ডদানের অধিকারীদের বলা হয় সপিণ্ড।

যারা পিণ্ডদান করতে পারেন এবং যারা পিণ্ড গ্রহণ করতে পারেন তারা পরস্পরের সপিণ্ড। সপিণ্ডরা হলেন পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতম ৩ পুরুষ এবং মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন ৩ পুরুষ।

পিণ্ডলেপ: পিণ্ডদানের পর অবশিষ্ট যা থাকে তাকে বলে পিণ্ডলেপ এবং পিণ্ডলেপ যাদের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় তাদের বলে সকুল্য। যাদেরকে পিণ্ড দেয়া হয় তাদের পূর্ববর্তী ৩ পুরুষকে পিণ্ডলেপ দেয়া হয়।

জলদান: শ্রাদ্ধে যাদের উদ্দেশ্যে জলদান করা হয় তাদেরকে বলে সমানোদক। যাদেরকে পিণ্ডলেপ দেয়া হয় তাদের সাত পুরুষকে জলদান করা হয়। সপিণ্ড জীবিত থাকলে সকুল্য ও সমানোদকরা সম্পত্তি পায় না।

একজন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কারা হবেন?

দায়ভাগ মতে সপিণ্ড দুই রকমের। পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের সপিণ্ড। পিতৃকুলের সপিণ্ড জীবিত থাকলে মাতৃকুলের সপিণ্ডরা সম্পত্তি পায় না। সপিণ্ডগণ নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে সম্পত্তি পান:

১-৩ (পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র)

পিতা বা নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে বিয়ের পর প্রাপ্ত উপহারকে বলে অম্বাধেয়ক

একজন মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (মৃত পুত্রের পুত্র) এবং প্রপৌত্র (মৃত পুত্রের পুত্রের পুত্র) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

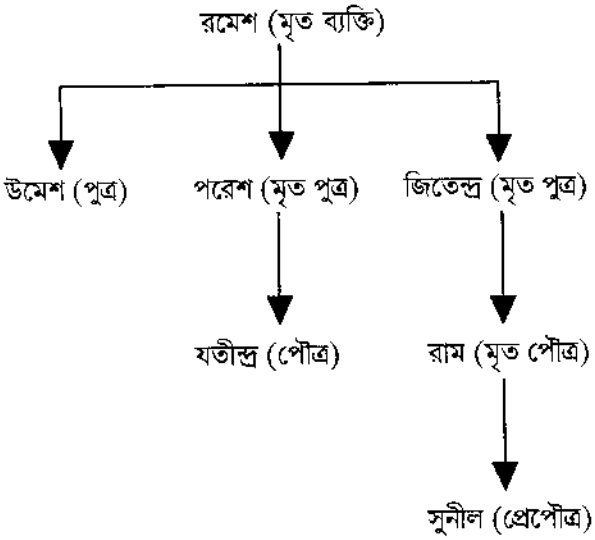

উদাহরণ:

রমেশ মারা যাওয়ার সময় উপরের চিত্র অনুযায়ী উমেশ নামে এক পুত্র, যতীন্দ্র নামে এক পৌত্র ও সুনীল নামে এক প্রপৌত্র রেখে যান। এক্ষেত্রে পুত্র উমেশ, পৌত্র যতীন্দ্র, প্রপৌত্র সুনীশ সম্পত্তি সমান তিনভাগে পাবেন।

বিধবা স্ত্রী:

১৯৩৭ সালে সম্পত্তির ওপর হিন্দু নারীর স্বত্বের আইন পাস হওয়ার পর থেকে মৃত ব্যক্তিদের পুত্রদের সাথে বিধবা স্ত্রীও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। অবশ্য তিনি সীমিত মালিকানায় সম্পত্তির অধিকারী হবেন। উক্ত স্ত্রীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি তার নিজের ওয়ারিশরা পান না। সম্পত্তি তার মৃত স্বামীর নিকটতম উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে মৃতের বিধবা, মৃত পুত্র, মৃত পৌত্র ও মৃত প্রপৌত্রের বিধবা স্ত্রীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

উদাহরণ: সুব্রত মারা যাওয়ার পর রেখে যান ১ পুত্র, ১ পৌত্র, ১ প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী ও ১ কন্যা। এক্ষেত্রে তার কন্যা বাদে সকলে সমানভাবে সম্পত্তি পাবেন। তবে বিধবা স্ত্রী সীমিত মালিকানা অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত ভোগ করবেন। কন্যা কোনো সম্পত্তি পাবেন না। এক্ষেত্রে সুব্রতের স্ত্রী মারা গেলে তার সম্পত্তি চলে যাবে তার স্বামীর নিকটতম উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের কাছে। এক্ষেত্রেও কন্যা অংশ পাবেন না। তবে কন্যা অবশ্যই ভরণপোষণ পাবেন। যারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবেন তাদেরই দায়িত্ব হলো কন্যার ভরণপোষণ ও বিয়ের ব্যবস্থা করার।

৫. মেয়ে: যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও বিধবা স্ত্রী না থাকে সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কন্যাদের মধ্যে অবিবাহিত কন্যা ও পরে পুত্রবতী ও পুত্র-সম্ভবা কন্যারা সম্পত্তি পান। তবে কন্যারাও সীমিত মালিকানায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

৬. মেয়ের ছেলে (দৌহিত্র): কোনো মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী, কন্যা যদি জীবিত না থাকে সেক্ষেত্রে দৌহিত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

শ্রাদ্ধে যাদের উদ্দেশ্যে জলদান করা হয় তাদেরকে বলে সমানোদক

৭. পিতা: কোনো মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র না থাকলে মৃত ব্যক্তির পিতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

৮. মাতা

৯. সহোদর – প্রথমে ক. সহোদর ভাই খ. বৈমাত্রেয় ভাই

১০. ভাইয়ের ভাই

১১. ভাইয়ের ছেলে

১২. বোনের ছেলে

১৩. পিতামত (পিতার পিতা)

১৪. পিতামহী (পিতার মাতা)

১৫. পিতৃব্য বা খুড়ো (পিতার ভাই)

১৬. পিতার ভাইয়ের ছেলে

১৭. পিতার ভাইয়ের ছেলের ছেলে

১৮. পিতার বোনের ছেলে

১৯. পিতামহের পিতা (প্রপিতামহ)

২০. পিতামহের মাতা (প্রপিতামহী)

এখানে উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী (সপিণ্ড) ৫৩ জন। এখানে কেবল বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। কারণ এরা থাকলে অন্যরা সম্পত্তি পায় না। সাধারণত দেখা যায় যে, এরা কেউ না কেউ থাকেই।

দায়ভাগ আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারের সাধারণ নীতি:

দায়ভাগ মতে বিশেষ নীতির ওপর ভিত্তি করে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করা হয়।

ক. প্রতিনিধিত্ব মতবাদ

একজন ব্যক্তি যখন মারা যান তখন তার সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র যখন সম্পত্তি পায়, তাকে বলে প্রতিনিধিত্ব মতবাদ। কারণ পৌত্র তার পিতার, প্রপৌত্র তার পিতার ও পিতামহের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

খ. দৈব উত্তরাধিকার

জগদীশ নামের এক হিন্দু ব্যক্তির এক ভাই ও এক খুড়ো আছেন। জগদীশের মৃত্যুর পর তার ভাই

মৃত ব্যক্তিদের পুত্রদের সাথে বিধবা স্ত্রীও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন

সম্পত্তি পাবেন এটাই সাধারণ নিয়ম। আবার জগদীশের ভাই যে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তি পাবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। জগদীশের জীবিত অবস্থায় যদি জগদীশের ভাই মারা যান তবে খুড়ো পাবেন সম্পত্তি। খুড়োর সম্পত্তি পাওয়ার এই সম্ভাবনাকেই সম্ভাব্য বা দৈব উত্তরাধিকার বলে।

গ. মাথাপিছু ও অংশপিছু উত্তরাধিকার

যখন শুধু ছেলেরা সম্পত্তি পায় তখন তাকে অংশপিছু উত্তরাধিকার বলে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এক সাথে সম্পত্তি পেলে তাকে বলে অংশপিছু উত্তরাধিকার। যখন ছেলেমেয়েরা মিলে পান তখন তাকে বলে মাথাপিছু উত্তরাধিকার।

উদাহরণ ১: পরেশ মারা যাওয়ার সময় রেখে গেলেন ১ পুত্র, ২ পৌত্র ও ১ জন প্রপৌত্রকে। পরেশের সম্পত্তি অংশপিছু হারে বণ্টিত হবে। যেমন ১ পুত্র $^{১}/_{৩}$ অংশ। ২ পৌত্র $^{১}/_{৩}$ অংশ (২ জনের মধ্যে $^{১}/_{৬}$ + $^{১}/_{৬}$ অংশে ভাগ হবে) এবং ১ জন প্রপৌত্র $^{১}/_{৩}$ অংশ। অর্থাৎ অংশপিছু হারে বণ্টন হবে।

উদাহরণ ২: কৃষ্ণ মারা গেলেন। রেখে গেলেন সীমা ও মীনা নামের ২ পুত্রবতী কন্যাকে। ২ পুত্রবতী কন্যা সীমিত মালিকানায় সম্পত্তি পাবেন। এক্ষেত্রে সীমা মারা গেলেন এবং মৃত্যুর সময় রেখে গেলেন ১ বোন মীনা ও ২ পুত্রকে। এক্ষেত্রে সীমার সম্পত্তি মীনার কাছে চলে যাবে, কারণ সীমা সীমিত মালিকানার অধিকারী। পরে মীনা মারা যান। রেখে যান ১ পুত্র ও বোন সীমার ২ পুত্র। এক্ষেত্রে মীনার সম্পত্তি চলে যাবে তার পিতার নিকটতম উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্থাৎ কৃষ্ণের দৌহিত্রদের কাছে। এক্ষেত্রে ৩ দৌহিত্র সমান হারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাথাপিছু হারে সম্পত্তি পাবে।

ঘ. সীমিত মালিকানা: যখনই কোনো হিন্দু নারী উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সম্পত্তি পান তখনই তিনি তা সীমিত মালিকানা পান অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন।

ভারতে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সমান অংশীদার

উত্তরাধিকারিত্ব স্থগিত রাখা যায় না

কোনো হিন্দু ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার সম্পত্তি তার নিকটতম উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। অন্য কোনো উত্তরাধিকারী জন্মাতে পারে সেই ভরসায় উত্তরাধিকারিত্ব আটকিয়ে রাখা যায় না।

উদাহরণ: রাম এবং শ্যাম ২ ভাই। রামের এক ছেলে অন্ধ এবং বিবাহিত। এই অবস্থায় যদি রাম মারা যায় তবে হিন্দু আইন অনুযায়ী রামের অন্ধ ছেলে সম্পত্তি পাবে না। রামের অন্ধ পুত্রের ছেলে জন্মাতে পারে সেই ভরসায় সম্পত্তির বণ্টন আটকিয়ে রাখা যায় না। তবে যদি এমন হয়, রামের মৃত্যুর সময় তার অন্ধ পুত্রের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিলেন এবং মৃত্যুর পর অন্ধ পুত্রের একটি পুত্র জন্মায়, সেক্ষেত্রে ঐ পৌত্র সম্পত্তি পাবে এবং আইনত ধরে নেয়া হবে যে, মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় সে উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে শ্যাম সম্পত্তি দখল করে রেখেছিলেন।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একজন হিন্দু সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়?

১. অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে বা জাতিচ্যুত হলে হিন্দুরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন না। কিন্তু **১৮৫০ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার অযোগ্যতা ও অসমর্থতা** দূরীকরণ আইন দ্বারা এ ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেছে। তবে কোনো হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার সম্পত্তি ইসলাম ধর্মানুযায়ী বণ্টিত হবে। তার হিন্দু উত্তরাধিকারীগণ এ আইনে উত্তরাধিকারী হবেন না।

২. দৈহিক ও মানসিক ত্রুটি:

অন্ধ, বোবা, কালা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন না, তবে তারা ভরণপোষণ পাবেন।

৩. হিন্দু আইনে হত্যাকারীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয় না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ভারতে ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হওয়ার পর থেকে এখন পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সমান অংশীদার। কন্যা, বিধবা ও অন্য মহিলারা সম্পত্তিতে পূর্ণস্বত্বের অধিকারী হচ্ছেন। এ ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে কেউ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না। আমাদের দেশে হিন্দু আইনে এখনও এ পরিবর্তন হয়নি। ভারতে নারীরা সম্পত্তিতে পুরুষের মতোই সমান উত্তরাধিকারী। সেখানে সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সাল থেকেই নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর হয়েছে।

দত্তক গ্রহণ

দত্তক গ্রহণ কী?

অন্যের পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করাকে দত্তক গ্রহণ বলা হয়। যখন কোনো ব্যক্তির পুত্রসন্তান না থাকে তখন তিনি দত্তক গ্রহণ করতে পারেন।

দত্তক গ্রহণের উপাদান:

দত্তক গ্রহণকারীর ক্ষমতা:

১. দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পুরুষের;

২. স্ত্রী কেবল স্বামীর মঙ্গলের জন্য দত্তক নিতে পারেন;

৩. স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া দত্তক গ্রহণ করতে পারেন না।

হিন্দু আইনে হত্যাকারীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয় না

দত্তক দেয়ার উপাদান:

১. দত্তক প্রদানের ক্ষমতা কেবল পিতার;
২. দত্তক প্রদানকারীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হয়।

যাকে দত্তক নেয়া বা দেয়া হয় তার যোগ্যতা:

১. যাকে দত্তক হিসেবে নেয়া হবে তাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে;
২. একমাত্র পুত্রকে দত্তক নেয়া যাবে না;
৩. প্রতিবন্ধী শিশুকে দত্তক নেয়া যাবে না।

দত্তক গ্রহণের সময় কী কী অনুষ্ঠান পালন করতে হয়:

দত্তক নেয়ার সময় পুরোহিত দত্তক দাতা ও দত্তক-গ্রহীতাকে শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে দত্তক প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে দত্তকী পুত্রকে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে প্রদান করা হয়। দত্তক প্রদানের সময় দত্তহোম অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এতে আগুনে ঘি দেয়া হয়। তবে সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক নয়।

সম্মতি: দত্তক দাতা ও দত্তকগ্রহীতা দু'জনের সম্মতি থাকা বাধ্যতামূলক। দত্তক নিজে যদি সাবালক হয় তবে সেক্ষেত্রে তার সম্মতি নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

স্বাভাবিক পুত্র ও দত্তক পুত্রের মধ্যে পার্থক্য

দত্তক নেয়ার ফলে দত্তক পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের সব ক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ স্বাভাবিক পুত্র থাকলে যে পরিমাণ সম্পত্তি পেত সে-ও তাই পাবে। কিন্তু এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে তা হলো, দত্তক-গ্রহীতার যদি পরবর্তীকালে কোনো পুত্র সন্তান জন্মায় তবে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনানুযায়ী দত্তক পুত্রটি মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পায়।

উদাহরণ: সুদীপ্ত একজন সন্তানহীন হিন্দু ভদ্রলোক, তিনি সুশীলকে দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণের পর তার ঔরসে পুত্র শ্যামল জন্ম গ্রহণ করে। সুদীপ্তের মৃত্যুকালে তার সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে সুশীল পাবে মোট ১/৩ অংশ এবং শ্যামল পাবে ২/৩ অংশ।

দত্তক গ্রহণের ফলাফল

দত্তককে বলা হয় পুনর্জন্ম। দত্তক নেয়ার সময় স্বাভাবিক পুত্রের সব ক্ষমতা লাভ করে দত্তক পুত্র। দত্তক পুত্র তার দত্তক পিতার সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। দত্তকের সাথে তার স্বাভাবিক পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তার স্বাভাবিক পরিবারের রক্ত সম্পর্কীয় নিষিদ্ধ স্তরের কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না। দত্তকী পুত্রকে এমন মায়ের সন্তান হলে চলবে না যাকে দত্তক গ্রহণকারী পিতা আইন সম্মতভাবে বিয়ে করতে পারবেন না। এ নিয়ম অনুযায়ী দৌহিত্র, ভাগিনেয় এবং মাসির পুত্রকে দত্তক নেয়া যায় না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৮৫৬ সালে ভারতে দত্তক ও ভরণপোষণ আইন পাস করা হয় এবং এই আইন অনুসারে সব সম্প্রদায়ের একজন হিন্দু ব্যক্তি শিখ, বৌদ্ধ অথবা জৈন সম্প্রদায়ের লোককে দত্তক নিতে পারবেন। কন্যা অথবা পৌত্রী না থাকলে একজন মেয়েকেও দত্তক নেয়া যায়। পুত্র থাকলে কন্যাকে দত্তক নেয়া যায়। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীরাও স্বামীর অনুমতি ছাড়া দত্তক নিতে পারেন। দত্তক নেয়ার পর স্বাভাবিক পুত্র জন্মালেও দত্তক পুত্র ও স্বাভাবিক পুত্র সমান অংশ পাবে।

দত্তক প্রদানকারীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হয়

'নারী-পুরুষ সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার' কর্মসূচি

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বিগত কয়েক বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে নারীরা শিকার হচ্ছেন নানা রকম বৈষম্যের। প্রচলিত আইন অথবা আইনের প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই নারী তুলনামূলকভাবে কম সুবিধা ও অধিকারের দাবিদার। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন প্রচলিত আইনের সংস্কার করা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নারীরা নারী বলে বিশেষ সীমাবদ্ধতা ও অবিচারের ভুক্তভোগী যাতে না হন, সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া। আইন সংস্কার একটি অতি জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কাজটি সম্পাদন করা ততো কঠিন নয়। এই উপলব্ধি থেকেই **আইন ও সালিশ কেন্দ্র** 'নারী-পুরুষ সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার' নামে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির মূল বক্তব্য হচ্ছে– নারীর প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, পারিবারিক আইন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা। কেননা আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ জীবনের প্রতিদিনকার সাংসারিক অথবা সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব-কলহ ও সংঘাত নিরসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে যারা বিচার অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন তাদের ওপর নির্ভর করে থাকেন। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে এই কর্মসূচির কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শুরু করার পর বিভিন্ন সময়ে আমরা সম্মুখীন হয়েছি নানা রকম প্রশ্নের। আমরা লক্ষ্য করেছি– বিয়ে, দেনমোহর, তালাক ও ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে, এমনকি যারা নেতৃস্থানীয় অবস্থানে আছেন, তাদের মধ্যেও নানারকম ভুল ধারণা এবং অসঙ্গতি রয়েছে। বিশেষ করে আইন ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর যে অবস্থান এবং দায়দায়িত্ব রয়েছে সে ব্যাপারেও রয়েছে অস্বচ্ছ ধারণা ও মনোভঙ্গি, যা নারীর প্রতি সুবিচারের পথে কঠিন বাধার সৃষ্টি করে।

এসব ভুল ধারণা দূর করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এবার আমরা চেষ্টা করেছি **হিন্দু পারিবারিক আইন বিষয়ক** প্রশ্নাবলির উত্তর দিতে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ২৬/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ৮৩১৫৮৫১, ৯৩৩৭১৭৩, ফ্যাক্স: ৮৩১৮৫৬১
'নারী-পুরুষ সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচার' কর্মসূচির প্রকাশনা।